ভ্রমণকারীদের জন্য পুনরায় রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন

অ্যান্টনি কুজাওয়া
ওয়াশিংটন ফাইল স্টাফ রাইটার

ওয়াশিংটন, ৩রা ডিসেম্বর -- চলতি ডিসেম্বর মাসের ২ তারিখ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে 'ন্যাশনাল সিকিউরিটি এন্ট্রি/একজিট সিস্টেম' (এনএসইইআরএস)-এর অধীনে যে বাধ্যতামুলক পুনরায় রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছিল বুশ প্রশাসন তা বাতিল ঘোষণা করেছে। ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) এ কথা জানানোর পর আরব-আমেরিকান গ্রুপগুলোর মুখপাত্ররা এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে।

ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সীমান্ত ও পরিবহন নিরাপত্তা বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি অ্যাসা হাটচিনসন সাংবাদিকদেরকে বলেছেন, আরো একটি নতুন অধিকতর সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যেখানে "ব্যাপক-ভিত্তিক শ্রেণীর" লোকজনের পরিবর্তে ব্যক্তির ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করা হবে।

'এনএসইইআরএস'-এর অভ্যন্তরীণ সাক্ষাৎকার গ্রহণ প্রক্রিয়া বাতিল করে দেয়ার বিষয়টিকে হাটচিনসন "আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি" হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, "আমাদের দেশের অভিবাসন ব্যবস্থার সম্পূর্ণতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য তা জরুরী।"

তিনি বলেন, "এই পরিবর্তন একদিকে আমাদেরকে 'ইউএস-ভিজিট' (ইউএস ভিজিটর অ্যান্ড ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস ইন্ডিকেটর টেকনোলজি) প্রযুক্তি বাস্তবায়নের ওপর আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করার সুযোগ করে দেবে এবং একই সঙ্গে প্রয়োজন মোতাবেক কিছু নির্দিষ্ট ভিজিটরদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার ক্ষমতাও বজায় রাখবে।"

নতুন স্বয়ংক্রিয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ/বহির্গমন ব্যবস্থা -- 'ইউএস-ভিজিট' আগামী ২০০৪ সালের ৫ই জানুয়ারি থেকে চালু হতে যাচ্ছে। ভিসা নিয়ে যে সকল ভ্রমণকারী যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন সংশ্লিষ্ট বিমান বা সমুদ্র বন্দরে প্রবেশের সময় তাদেরকে কালি ছাড়া নতুন এক পদ্ধতিতে দুইবার ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যান করা হবে ও অভিবাসন কর্মকর্তারা ডিজিটাল পদ্ধতিতে তাদের ছবি তুলবেন।

এসোসিয়েটেড প্রেস-এর ভাষ্যমতে হাটচিনসন বলেছেন, 'ডিএইচএস' "একটি অধিকতর উপযোগী ব্যবস্থা ব্যবহার করবে যেখানে ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিত্তিতে লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরিবর্তে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত রয়েছে ১৭ লক্ষ ৭ হাজার ২শ' ৬০ ব্যক্তি যারা ২০০৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 'এনএসইইআরএস'-এর অধীনে নিবন্ধন করেছিল। ২০০২-এর ১১ই সেপ্টেম্বর 'এনএসইইআরএস' বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। এই কর্মসূচীর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাসী এবং পরিচিত অপরাধীদেরকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে বাধা দেয়া, দেশের অভ্যন্তরে ইতিমধ্যেই যে সব সন্ত্রাসী রয়েছে তাদেরকে সনাক্ত করা। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেলের উপদেষ্টা ক্রিস কোবাচ চলতি বছরের শুরুর দিকে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানিয়েছিলেন। 'এনএসইইআরএস' তিনি উপাদান দ্বারা গঠিত: 'পয়েন্ট-অব-এন্ট্রি (পিওই) রেজিস্ট্রেশন', বিশেষ রেজিস্ট্রেশন এবং বহির্গমন নিয়ন্ত্রণ (এক্জিট/ডিপারচার কন্ট্রোল্স)।

'পিওই' রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের জন্য যে সকল ভ্রমণকারী যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করছে তাদেরকে সনাক্ত করা হয়। তাদের আঙ্গুলের ছাপ নেয়া হয়, জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং ছবি তোলা হয়।

বিশেষ রেজিস্ট্রেশন বা 'স্পেশাল রেজিস্ট্রেশন'-এর মাধ্যমে অ্যাটর্নি জেনারেল ১৬ বছর বা তার উর্ধ্বে নন-ইমিগ্র্যান্ট ব্যক্তিদেরকে যারা ২৫টি নির্দিষ্ট দেশের অধিবাসী তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে অভিবাসন অফিসে নিবন্ধন করার নির্দেশ দিতেন। এই 'স্পেশাল রেজিস্ট্রেশন' "ডোমেস্টিক কল-ইন-রেজিস্ট্রেশন" নামেও অভিহিত হয়ে থাকে।

'এনএসইইআরএস'-এর অধীনে যারা রেজিস্ট্রেশন করতে আসেন, সেই সব ব্যক্তিদেরকে প্রাথমিক রেজিস্ট্রেশনের সময় বলে দেয়া হয় যে "ডোমেস্টিক কল-ইন" কর্মসূচীর মাধ্যমে নিবন্ধন করার এক বছরের মধ্যে তাদেরকে পুনরায় নিবন্ধন করতে হবে অথবা তাদের প্রাথমিক নিবন্ধন যদি কোন 'পোর্ট-অব-এন্ট্রি'-তে হয়ে থাকে তাহলে এর ত্রিশ দিন পর পুনরায় নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

গত ১লা ডিসেম্বর ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) থেকে প্রকাশিত এক তথ্যপত্রে বলা হয়েছে, 'ডিএইচএস' 'এনএসইইআরএস' রেজিস্ট্রেশন-এর অধীনে নন-ইমিগ্র্যান্ট বিদেশী ব্যক্তিদেরকে এক বা একাধিক নিবন্ধন সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠাতে পারবে।

তবে এতে বলা হয়, "ওই সকল বিদেশী তাদের নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা স্ট্যাটাস এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করছে কিনা তা নির্ধারণ করার প্রয়োজন হলেই কেবল সেই সব ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

তবে 'ডিএইচএস' জানিয়েছে, পূর্বে রেজিস্ট্রিকৃত সকল ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যে হাজিরা দিতে হতো, বর্তমানে তা আর বাধ্যতামূলক নয়।

কাদেরকে নিবন্ধন করতে হবে তা নির্ধারণ করার জন্য জাতীয়তা-ভিত্তিক পরিচয় ব্যবহার করার জন্য বৈষম্যমূলক আচরণ হিসেবে 'এনএসইইআরএস' ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। আরব-আমেরিকান এবং নাগরিক অধিকার গ্রুপগুলো পুনরায় রেজিস্ট্রেশন করার প্রক্রিয়া বিলোপের এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছে।

গত ১লা ডিসেম্বর 'ডিএইচএস'-এর এই ঘোষণা 'কাউন্সিল অন অ্যামেরিকান-ইসলামিক রিলেশন্স' (সিএআইআর)-এর নির্বাহী পরিচালক নিহাদ আওয়াদ বলেছেন, "বিশেষ রেজিস্ট্রেশন কর্মসূচী প্রত্যাহার করার সরকারী সিদ্ধান্তের আমরা প্রশংসা করি। এই কর্মসূচী নিরাপত্তা জোরদার করার ক্ষেত্রে খুব কমই অবদান রেখেছে এবং হাজার হাজার আইন মান্যকারী ভ্রমণকারীকে দুরে সরিয়ে দিয়েছে।"

তিনি বলেন, "ভবিষ্যতে এধরনের নতুন কোন প্রহরা ব্যবস্থা ধর্ম, জাতিগত পরিচয় বা জাতীয়তার ভিত্তিতে করা উচিত নয়। বরঞ্চ এতে আমেরিকায় সবার জন্য ন্যায়বিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার যে মূল্যবোধ রয়েছে তা-ই প্রতিফলিত হওয়া উচিত।"

আওয়াদ বলেন, এই সিদ্ধান্ত "হাজার হাজার লোকের মনে স্বস্তি বয়ে আনবে যারা যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে একা হয়ে পড়া এবং বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হবার ভয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন।"

'আমেরিকান-আরব বৈষম্য বিরোধী কমিটি'-র প্রেসিডেন্ট মেরি রোজ ওকার এই সিদ্ধান্ত বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "কল-ইন কর্মসূচী নির্মূল করা একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ আমাদেরকে এমন একটি ব্যবস্থা থেকে সরে আসতে সাহায্য করেছে যেখানে কেবলমাত্র জাতীয়তার ভিত্তিতে ব্যক্তির সাথে বৈষম্য করা হয়।"

অধিকতর সমন্বিত 'ইউএস-ভিজিট' কর্মসূচীর ওপর এ বছরের শুরুতে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে অ্যাসা হাটচিনসন সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে 'ইউএস-ভিজিট'-এর লক্ষ্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ ভ্রমণ ও বাণিজ্য তরান্বিত করা। তিনি বলেন এই

কর্মসূচীর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে আগত ভ্রমণকারীদের সনাক্তকরণ, অন্যান্য দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ ও বর্হিগমনের সঠিক তথ্য সংরক্ষণ এবং ভিসা ও অভিবাসন সংক্রান্ত নীতিমালার বাস্তবায়নের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

হাটচিনসন আরো বলেন "এই প্রথমবারের মতো আমরা একটি সমন্বিত পদ্ধতি চালু করতে যাচ্ছি, বায়োমেট্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে আগত ভ্রমণকারীদের সনাক্ত করার পদ্ধতি নিরাপত্তার দৃষ্টিতে একটি অভূতপূর্ব সংযোজন।"

হাটচিনসন বলেছেন, 'ইউএস-ভিজিট' কর্মসূচীর অধীনে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ এবং বহির্গমনের অনেক প্রক্রিয়াই অপরিবর্তিত থাকবে। তিনি বলেন, কোন ভ্রমণকারী যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশকালে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক ও সীমান্ত প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা ভ্রমণ সংক্রান্ত কাগজপত্র যেমন ভিসা ও পাসপোর্ট প্রভৃতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা অব্যাহত রাখবেন এবং তার যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করা বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।

কিন্তু এখন একজন অভিবাসন কর্মকর্তা যখন একজন ভ্রমণকারীর পাসপোর্টে ইলেক্ট্রনিকভাবে তার ভিসা স্ক্যান করবেন, তখন ভিসা আবেদনের সাক্ষাৎকারের সময় সংগৃহীত তার ছবি এবং জীবনবৃত্তান্ত সংক্রান্ত তথ্য ওই কর্মকর্তা তার কম্পিউটারে দেখতে পাবেন। ভ্রমণকারীকে এরপর প্রথমে তার একটি তর্জনী এবং পরবর্তীতে আরেকটি তর্জনী একটি কাচের ওপর রাখতে বলা হবে যা ইলেক্ট্রনিকভাবে তার আঙ্গুলের ছাপ তুলে নেবে। এরপর তার আঙ্গুলের ছাপ একটি ডাটাবেস-এ চালানো হবে এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য যে ভ্রমণকারী যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করার যোগ্য কি না। ভ্রমণকারীদেরকে একটি ক্যামেরার দিকে তাকাতে বলা হবে এবং তাদের ছবি তুলে নেয়া হবে। আঙ্গুলের ছাপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময়েও তাদের ছবি তোলা হতে পারে।

'ইউএস-ভিজিট' কার্যক্রমে ভ্রমণকারীরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে চলে যাবার সময় বিমান বন্দরের আন্তর্জাতিক বহির্গমন এলাকায় স্বয়ংক্রিয় ছোট ছোট বুথ থাকবে যেখানে তাদেরকে ভ্রমণ সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র ইলেক্ট্রনিকভাবে স্ক্যান করতে বলা হবে এবং তাদেরকে আঙ্গুলের ছাপের প্রক্রিয়া পুনরায় করতে হবে। 'ডিএইচএস' কর্মকর্তারা বলেছেন, এই প্রক্রিয়া ভ্রমণকারীর পরিচয় এবং তার যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের বিষয়টি যাচাই করবে এবং যুক্তরাষ্ট্র অভিবাসন নীতি মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করবে। অভিবাসন নীতি মেনে চলা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য ভ্রমণকারীর যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে যাবার রিপোর্টটি তার ভ্রমণ রেকর্ডে যুক্ত হবে এবং ভ্রমণকারীর যুক্তরাষ্ট্রে ভবিষ্যৎ ভ্রমণের জন্য তা রেকর্ড হিসেবে রাখা হবে।

হাটচিনসন বলেছেন, "প্রতি বছর ব্যবসা, শিক্ষা, পরিবারের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ এবং আরো নানাবিধ কারণে আমরা এখানে আসা যে লাখ লাখ বৈধ ভ্রমণকারীকে আমরা স্বাগত জানাই তাদের ভ্রমণে সহায়তা করার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি এবং তাদের কঠোরতর নিরাপত্তা প্রদানের জন্যই এই আগমন ও বহির্গমন প্রক্রিয়া তৈরি করা হয়েছে।"

তিনি বলেন, "ভ্রমণকারীদের স্বাগত জানানোর একটি দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র এর পরিচয় অব্যাহত রাখতে চায়।"

==========

**(ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রামস্-এর একটি প্রকাশনা।)*

জিআর/ ২০০৩

দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'অ্যামেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'অ্যামেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮১৬৭৭; ই-মেইল: ফযধশধ@ঢ়ফ.ংঃধঃব.মড়া এবং ডবনংরঃব: যঃঃঢ়://ীীী.ংবসনধংু-ফযধশধ.ড়ৎম) যোগাযোগ করুন।